



221329 - কমেটা থরোপনিয়োর কারনতে যতে ব্য়ক্তরিমযানরে রতোযা রাখতে পারণে; তার কী করণীয়?

প্রশ্ন

বর্তমানে আমি লিভার ক্যান্সারের কারণে কমেটা থরোপনিচ্ছি। এ চিকিৎসাটা হচ্ছে দৈনিক কিছু ট্যাবলেটে সবেন, রগরে মধ্যে ইনজেকশন দয়ো। কমেটা থরোপরি প্রকেষতিতে আমার স্বাস্থ্যরে সার্বকি যতে দুর্বলতা সতে কারণে এবং লাগাতরভাবে তরল জনিসি খাওয়ার প্রয়োজন থকে তত্বেবধায়ক চিকিৎসক আমাকে রতোযা না রাখার পরামর্শ দয়িচ্ছেনে। এ চিকিৎসাটা ছয়মাস চলবে। এরপর স্বাস্থ্যরে অবস্থা মূল্যায়ন করা হবে। চিকিৎসাটা কতটুকু কার্যকরী হচ্ছে সতো জানা হবে। হতে পারে চিকিৎসার ময়োদ আরও দুইমাস বাড়তে পারে। কোন উন্নতি দেখো না গলে অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হতে পারে। যমেন- রডেয়িশেন থরোপরি বা সার্জিকাল ইন্টারভেনেশন। দয়া করে, যতে মাসতে আমি রতোযা রাখতে পারনি এর জন্য আমার উপর কী ওয়াজবি সতো জানাবনে? মসজদি যতে না পারায় আমি যদি বাসায় তারাবীর নামায পড়ি তাহলে কি কয়িমুল লাইল এর সওয়াব পাব? শারীরকি দুর্বলতার কারণে কয়িমুল লাইল পালন করতে না পারলে আমি কী করব? পরবর্তী দিনি কি আমি এ নামাযরে কাযা পালন করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আমরা আল্লাহর কাছে দয়ো করছি তিনি যনে আপনাকে নরিাময় করে দনে, সুস্থ করে দনে।

দুই:

রোগরে কারণে রমযান মাসরে রতোযা না রাখতে কোন অসুবিধা নহে। এরপর আপনি যদি রতোযা রাখতে সক্ষম হন তাহলে এ মাসরে রতোযা কাযা পালন করবনে। আর সক্ষম না হলে আপনি প্রতিদিনরে বদলে একজন করে মসিকীনকে খাওয়াবনে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

"অক্ষম ব্য়ক্তরি উপর রতোযা ফরয নয়। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: "আর কতে অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে সতে অন্য দিনিগুলোতে সংখ্যা পূরণ করবে"।[সূরা বাক্বারা, ২:১৮৫]



তবে গবেষণার মাধ্যমে এটা পরিস্কার যবে, অক্ষমতা দুই প্রকার: সাময়িকি অক্ষমতা ও স্থায়ী অক্ষমতা। সাময়িকি অক্ষমতা হল: যা দূর হওয়ার আশা রয়েছে। আয়াতে সবে অক্ষমতার কথায় উল্লেখ করা হয়েছে যবে, অক্ষম ব্যক্তির অক্ষমতা দূর হলে সবে রোগাগুলো কাযা করবে। যহেতে আল্লাহ্ বলছেন: "সবে অন্য দনিগুলোতে সংখ্যা পূরণ করবে"। আর স্থায়ী অক্ষমতা হল যা দূর হওয়ার আশা নহে। এমন ব্যক্তির ওপর প্রতিদিনেরে বদলে একজন করে মসিকীন খাওয়ানো ওয়াজবি।"[আল-শারহুল মুমতী (৬/৩২৪-৩২৫) সমাপ্ত]

তনি:

কোন মুসলমি কয়ামুল লাইল (তারাবীর নামায) মসজদি আদায় করুক কথিবা বাসায় আদায় করুক তার জন্য সওয়াব লখো হবে। যদও মসজদি আদায় করা উত্তম।

আর যবে ব্যক্তি প্রতিবিছর মসজদি গয়িবে তারাবীর নামায পড়তনে পরবর্তীতে রোগেরে কারণে তনি যদি বাসায় পড়নে তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য পরিপূরণ সওয়াব লখিবে দবিনে; যনে তনি মসজদিই তারাবী পড়ছেন।

আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যদি কোন বান্দা অসুস্থ হয় কথিবা সফরে বরে হয় তাহলে সবে মুকীম বা সুস্থ থাকাবস্থায় যবে আমলগুলো করত অনুরূপ আমল তার জন্য লখো হয়।"[সহি বুখারী (২৯৯৬)]

চার:

রোগ বা ঘুম...ইত্যাদির মত কোন ওজররে কারণে যবে ব্যক্তির রাতরে কোন নামায ছুটে গেছে সবে ব্যক্তির জন্য এ নামায দিনেরে বলায় কাযা পালন করা শরয়িতসম্মত। আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যবে, কোন ব্যথার কারণে বা অন্য কোন কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতরে কোন নামায যদি ছুটে যতে তাহলে দিনেরে বলায় তনি বার রাকাত নামায পড়তনে।"[সহি মুসলমি (৭৪৬)]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন:

"এ হাদসিবে নমৈতিতকি আমলগুলো নিয়মতি পালন মুস্তাহাব হওয়া এবং এগুলো ছুটে গেলে কাযা পালন করার পক্ষে দললি রয়েছে।"[শারহু সহি মুসলমি (৬/২৭) থেকে সমাপ্ত]

তাই আপন রাতরে বলায় যবে পরিমাণ নামায পড়তনে সটোর কাযা করবনে এবং এক রাকাত বেশি পড়বনে; যাত করে বতিরি (বজেডে) না হয়। যহেতে রাত্রে ছাড়া বতিরি নামায নহে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।